অ্যাকশনধর্মী মৌলিক

ও য়ে স্টা র্ন উ প ন্যা স

বুলেট কিংবা ভালোবাসায়

ফাহাদ আল আবদুল্লাহ

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক

মাহমুদুল হাসান

বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-683-006-4

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, মে ২০২৫
কপিরাইট © প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩৮০ টাকা

Bulet Kingba Valobashay by Fahad Al Abdullah
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text & Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

এক

অনাহুত অতিথি

সশব্দে খুলে গেল টুইন সোরেল স্যালুনের দরজা, লুটিয়ে পড়ল লোকটা। মরু জোছনায় কালচে লাগছে শার্টে শুকিয়ে থাকা রক্ত, চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে ছুরির বাঁট হতে। ঘড়ঘড়ে গলায় কিছু বলার চেষ্টা করেই এলিয়ে পড়ল লোকটা। মারা গেছে।

বার কাউন্টারের পাশে বসা বছর পনেরোর ফুট ফরমাশ খাটা ছেলেটা প্রায় লাফিয়ে উঠল, আশেপাশে তাকিয়ে খানিক ইতস্তত করে আবার বসে পড়ল। হুকুমের আশায় বার কাউন্টারের দিকে তাকায় সে, কাউন্টার সামলাচ্ছে বনি। পাংশু সাদাটে ত্বক আর আগুনলাল চুল বলে দিচ্ছে তার আদিনিবাস আয়ারল্যান্ডের কোনো পাহাড়ে। হুটোপুটি শুনে সে একপলক তাকাল দরজার দিকে। চোয়াল খানিক শক্ত হলো। মুখে হাসি এনে ফের মদ পরিবেশনে মন দিল। বাকিরা সবাই কয়েক পলক দেখে, নিজেদের মধ্যে দু-একটা কথা বলে ফিরে এল যার যার গ্লাসে। বুধবারের জমজমাট আড্ডা তার আপন গতিতেই এগোল। স্যালুনের এক কোণে বেহালা বাজাচ্ছে সবুজ ওয়েস্টকোট পরা

এক লোক। কেমন ঘোরলাগা সুর, বুকের যন্ত্রণা আড়াল করে এই তালে পা মেলাতে ইচ্ছে হয়।

ধূসর লং কোট গায়ে লোকটার। কাঁচাপাকা চুল মাঝারি ছাঁটে। চাড়া দেওয়া গোঁফে থেকে থেকে তা দিচ্ছে। দুটো অল্পবয়সি মেয়ে পাশে বসা। গ্লাস খালি হতেই ঢেলে দিচ্ছে হুইস্কি। সে গিলছে আর বকছে।

'...এই ছোট ডোয়ার্টিকে নিয়ে আমার হয়েছে ঝামেলা, না ঠিকমতো রিভলভারে হাত চলে, না ভালোভাবে কাব্য করতে জানে শালা!'

এক ঢোকে বাকি হুইস্কি নিজের গলায় ঢালে। পাশের মেয়েটা খালি গ্লাস ভরে দেয় আবার।

'বলি শুধু মেয়েদের স্কার্টের পেছনে ছুটলে তো হবে না, স্কার্টগুলোকে আটকে রাখার ব্যবস্থাও জানতে হবে, নাকি। এদের নিয়ে আমি কোথায় যাব, সেই চিন্তায় চুল পেকে গেল শালার!'

ভালো ইংরেজি বলেন। উচ্চারণে আয়ারল্যান্ডের সবুজ পাহাড়ি গন্ধ।

ততক্ষণে টুইন সোরেলের দরজার চারপাশে জটলা বেঁধেছে।

ওখান থেকে ভিড় ঠেলে শুকনোমতো একটা লোক এগিয়ে আসে। বুকে ঝকঝকে ব্যাজ। স্যালুনের বাকিরা গান ধরেছে। শেরিফ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

'কর্নেল,' ক্ষীণকণ্ঠে বলে শেরিফ।

গান চলতে থাকে। উদাসী চোখে নিজের গ্লাসে তাকিয়ে গান গাইছেন ধূসর স্যুট।

‘কর্নেল ফিনিগান!’ গলা চড়ায় শেরিফ।

‘আহ্!’ ধীরে ধীরে চোখ মেলেন ফিনিগান। যেন স্বপ্নের ঘোর ছেড়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় ফিরছেন। ‘কী চায় শেরিফ ডোয়ার্টি?’ চোখ ছোট ছোট করে শেরিফকে স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করেন কর্নেল ফিনিগান।

‘স্যালুনে একটা লাশ...’ ব্যাটউইংয়ের দিকে ইশারা করেন শেরিফ।

‘এটা একটা ট্রেডিং পোস্ট টাউন শেরিফ,’ আবার নিজের গ্লাসে মনোযোগ দেন কর্নেল। ‘মাঝে মাঝেই ক্যারাভান হারায়, লোকে মরে। আজ শুক্রবার শেরিফ। আজ আমার ছুটির দিন, প্লিজ।’

‘পেছনে ছুরি মেরেছে কর্নেল।’

কথাটা শুনে মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যান কর্নেল ফিনিগান।

‘অ্যামবুশ,’ বিড়বিড় করেন।

‘দেখে তাই মনে হচ্ছে,’ আমতা আমতা করে শেরিফ। ‘আপনি যদি স্যার একটু দেখতেন।’

‘নিজের কাজ করতে শেখো শেরিফ, নয়তো লোকে বলবে,’ শেরিফের বুকের ব্যাজে টোকা দেন কর্নেল। ‘তোমার এই অফিস আমার দয়ায় পেয়েছ।’

গ্লাসের শেষটুকু ঢেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন কর্নেল। কাউন্টার ধরে টাল সামলান। চোখ বন্ধ করে বসে পড়েন। ‘আমার রাইফেলটা কোথায়?’

বছর পনেরোর এক ছেলে হুট করে বেরিয়ে যায়।

‘কর্নেল, আপনি বলেছিলেন আজ আমাকে সময় দেবেন,’ আহ্লাদী কণ্ঠে বলে ওঠে এতক্ষণ গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে থাকা মেয়েটা।

‘আজ হবে না ডার্লিং,’ মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে বলেন কর্নেল। রিভলভার বেল্ট আর একটা শার্প্স রাইফেল নিয়ে ফিরে এসেছে ছেলেটা। হাত বাড়িয়ে ও দুটো নেন কর্নেল।

‘আপনি প্রতিসপ্তাহে এই কথা বলেন কর্নেল, আজ চলুন...।’ কর্নেলের কলার আলতো করে ধরে ওপরের দিকে ইশারা করে মেয়েটা।

কর্নেল স্রেফ রাইফেলটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে হেঁটে যান। বাম পায়ে খুঁড়িয়ে চলেন। চোখ ছোট করে সবকিছু দেখার চেষ্টা করছেন। স্যালুনের হালকা আলোও হয়তো চোখে লাগছে।

ভিড় ঠেলে লাশের পাশে ঝপ করে বসে পড়েন কর্নেল। কাঁপা হাতে ছুরিটার হাতল দেখেন। লাশের চেহারা দেখেন। এর মধ্যেই ভিড় ঠেলে আরও দুজন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে বয়স ছেলে দুটোর। একজনের হাতে একটা উইনচেস্টার ৭৩ রাইফেল; আরেকজনের কোমরে একটা কোল্ট পিসমেকার ঝুলছে। লালচুলো দুজনেই।

‘শোনো দুই ডয়েল,’ মুখ না তুলেই হুকুম দেওয়া শুরু করেন কর্নেল। ‘পিঠে ছুরি খেয়ে অনেক দূর এসেছে,’ একটু পায়ের জুতোর দিকে তাকান। ‘পাশে ধুলো, সামনে নেই, মানে ঘোড়ায় এসেছে। ট্রেইল পেয়ে যাবে একটা, ওটা ধরে এগোও। কাল দুপুরের মধ্যে আমি তোমাদের ধরে ফেলব।’

বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করে দুই ডয়েল। স্যালুনের দরজা ঠেলে মিশে যায় আঁধারে।

'আর তুমি নিজের কাজ নিজে করতে শেখো,' শেরিফের হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ান কর্নেল। 'আমারও বয়স বাড়ছে। আমি এখানে স্রেফ ওভারশিয়ার, মরে যাব একদিন। তোমাকেই সব সামলাতে হবে।'

'এটা কি বয়েড গ্যাংয়ের কাজ স্যার?'

'রায়ান বয়েডের খুলি নিজের হাতে উড়িয়ে দিয়ে এলাম না?' নিজের শার্প্স রাইফেলটা একটু ঝাঁকান কর্নেল। 'বহু কষ্টে রোডস ট্রেডিং পোস্টের নাম কামিয়েছি বুঝলে শেরিফ। এখানে ডাকাত-বদমাশ এই ট্রেডিং পোস্টের বদনাম করবে, তা আমি সহ্য করব না।'

শেরিফের কাঁধে ভর দিয়ে কিছুদূর এগোন কর্নেল। ডিসেম্বরের ঠান্ডা বাতাস তাঁর চোখেমুখে শীতল পরশ বুলিয়ে যায়। ইশারায় ছেড়ে দিতে বলেন শেরিফকে।

'লোকের সামনে তুমি শালা ছাগল আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছ, কী করতে হবে। ডোবাবে।'

সিগার ধরান কর্নেল। শেরিফ ডোয়ার্টিকে একটা দেন।

'এরকম ঘটনা আমার জন্য নতুন স্যার। চমকে গেছিলাম।'

'এসব অহরহই ঘটবে এখানে,' হাত দিয়ে চারপাশে দেখান ফিনিগান। 'ট্রেডিং পোস্ট টাউন। এখানে খুন হবে, ডাকাতি হবে, পিস্তল বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু ট্রেডিং পোস্টের নাম যদি খারাপ হয়ে যায়, একটা ক্যারাভানও এদিকে আসবে না, কোনো

প্রস্পেক্টর ব্যাংকে আসবে না, সব দোকান বন্ধ করে দে ছুট।'

'আর হবে না কর্নেল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কর্নেল। 'কাল সকালে প্রথম কাজ তোমার একটা পসি বানানো,' শেরিফের কাঁধে হাত রেখে বলেন কর্নেল। 'আশেপাশে দুটো র‍্যাঞ্চ আছে, আরও একটা কোরাল আছে না? ওদের কাছে রাসলারের কথা বলে খবর পাঠাও, তোমাকে একটা করে কাউহ্যান্ড পাঠিয়ে দেবে মালিকগুলো।'

সস্নেহে শেরিফের গালে আলতো চাপড় দেন কর্নেল। এরপরে সিগারের ধোঁয়া পেছনে ফেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রোডস ট্রেডিং পোস্টের আঁধারে মিলিয়ে যেতে উদ্যত হন।

'ধন্যবাদ স্যার।' পেছন থেকে শেরিফের কণ্ঠ ভেসে আসে।

হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন কর্নেল ফিনিগান।

রাতের বাতাসে, হাঁটুর পুরোনো আঘাতটা টাটাচ্ছে। হাতের রাইফেলটাকে বড্ড বেশি ভারী মনে হচ্ছে তার। আরেকটু এগোতেই বাম পা টলে গেল, কনফেডারেটের বুলেট যেন নতুন জীবন পেয়েছে। জ্বালিয়ে দেবে কর্নেলের হাঁটু। হুড়মুড় করে পড়ে যেতে শুরু করেন কর্নেল। পাশ থেকে উষ্ণ একজোড়া হাত খপ করে ধরে তাকে।

'একেবারে নিয়ম করে সব শুক্রবার রাতে তোমার মদ খেতে হবে এবারডিন?'

লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছেন কর্নেল। তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা। শীতের রাতেও পাতলা একটা গাউনের

ওপর স্রেফ একটা শাল চড়ানো। জুতোর ফিতে আলগোছে বাঁধা।

'থ্যাংক ইউ মিসেস হেন্ড্রিকসন,' নিঃশ্বাস ঠিক হয়ে আসলে বলেন ফিনিগান।

'এরকম আর কত দিন চলবে? এভাবে মানুষ বাঁচে?'

'আমি তো মরে যেতেও পারছি না মার্গারেট। যমের অরুচি বলে না? আমি তাই।' মিসেস হেন্ড্রিকসনের চোখে চোখ রাখেন কর্নেল।

নিঃশব্দে কর্নেলের ভাঁজ পড়া চোখের দিকে তাকান মার্গারেট হেন্ড্রিকসন। আইরিশদের চোখ নীল হয়। এবারডিন ফিনিগানের দুই চোখ কালো।

'হেন্ড্রিকসনকে খুঁজছ?' নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্নেল ফিনিগান।

মিসেস হেন্ড্রিকসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্যালুনের দিকে তাকান। ভেতর থেকে গান আর হাসিঠাট্টা ভেসে আসছে। কে বলবে, একটু আগে সেখানে একটা ছুরি খাওয়া লাশ পড়ে ছিল।

'ওখানেই আছে,' কর্নেলের মুখ কুঁচকে যায়। যেন তেতো ওষুধ জোর করে খাইয়ে দিয়েছে কেউ। 'বনির স্কার্ট ধরে ঘুরছে।'

মিসেস হেন্ড্রিকসনের চোখের দ্যুতি কেমন ম্লান হয়ে আসে। দৃষ্টি নামিয়ে ফেলেন।

'চিন্তা করবেন না ম্যাডাম,' হাত নেড়ে বলেন কর্নেল। 'বনিকে বলা আছে, আর কোনোদিন আপনার বাড়ির মরদের কাছ থেকে একটা টাকাও নেবে না মেয়ে। ঘরেও তুলবে না।'

পলকে টুইন সোরেলের দিকে তাকিয়েই মুখ ফেরান মিসেস হেন্ড্রিকসন। হাঁটা শুরু করেন।

'বাড়ি যাব এবারডিন,' মাটির দিকে তাকিয়েই বলেন। 'এগিয়ে দেবে প্লিজ?'

'চলুন,' এক হাত বাড়িয়ে পথ দেখাতে বলেন কর্নেল।

দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকেন রোডসের রাস্তায়। উত্তুরে হাওয়া বইছে। হালকা পোশাকে মৃদু কাঁপছেন মিসেস হেন্ড্রিকসন।

'আমার কোটটা রাখুন ম্যাম,' ধূসর লম্বা কোটটা মার্গারেটের গায়ে জড়িয়ে দেন এবারডিন ফিনিগান। মার্গারেট কোটটাকে শরীরে ভালো করে জড়ায়।

একটা ছোট বাড়ির সামনে এসে থামে মার্গারেট। এবারডিনের দিকে ফেরে। মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাটটা নাড়ান এবারডিন। নিচের ঠোঁট কেঁপে ওঠে মার্গারেটের।

মার্গারেট টের পেল ওর দু'পা শূন্যে। একটানে এবারডিনের হ্যাট খুলে ফেলে। কাঁচাপাকা চুলের মুঠি খামচে এবারডিনের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। আরও শক্ত করে মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরেন এবারডিন। কোটটা খসে পড়ে মাটিতে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমন হঠাৎই থামে দুজনের আলিঙ্গন। মার্গারেটকে নামান এবারডিন। হ্যাট কুড়িয়ে মাথায় দেন। কোটটা জড়িয়ে দেন মার্গারেটের গায়ে।

'ঘরে যাও ম্যাগি। রাত হয়েছে অনেক।'

নিশ্চুপ বাড়ির দরজার দিকে পা বাড়ায় মার্গারেট। দরজা

দিয়ে ঢোকার সময় এক ঝলকের জন্য পেছনে তাকায়। তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে এবারডিন ফিনিগান। ঝুঁকে চুরুটে আগুন ধরাচ্ছেন। চুরুট ধরানো পর্যন্ত দাঁড়ায় মার্গারেট। চুরুট ধরিয়ে কিছু ধোঁয়া উড়িয়ে ওপরে তাকাতেই দ্রুত নিজের ঘরে মিলিয়ে যায় মার্গারেট। ঘরের দরজা দেবার শব্দ পান এবারডিন।

নিজের বাড়ির পথ ধরেন কর্নেল। প্রতি পদক্ষেপে বাম হাতের রাইফেলটার ওজন যেন বাড়ছে। কিছুদূর এগিয়ে থামেন তিনি। লম্বা দুটো টান দেন চুরুটে। মৃদু শিস বাজান।

আঁধার ফুঁড়ে একটা ছায়ামূর্তি এসে থামে ফিনিগানের পাশে।

'কর্নেল,' ঠান্ডা একটা কণ্ঠ সম্ভাষণ জানায়।

'হেন্ড্রিকসনকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। টুইন সোরেলে খবর দাও আজ রাতে ওকে আর এক ফোঁটাও না,' ছায়ামূর্তির দিকে না ফিরেই কথা বলেন কর্নেল। ছেলেটার বাম ভ্রুর ওপর থেকে গলা পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ।

'ইয়েস স্যার,' জবাবে স্রেফ এটুকু বলে আবার ছায়ায় মিলিয়ে যায় সে।

শহরের এক প্রান্তে, রেললাইনের একটু দূরে ছোট্ট বাড়িটা। সেটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যান কর্নেল এবারডিন ফিনিগান। দরজায় তামার পাতে খোদাই করা একটা নামফলক। কর্নেল এবারডিন এ ফিনিগান। গত ডিসেম্বরে শহরের লোকজন ভালোবেসে তাদের রোডস শহরের ওভারশিয়ারকে দিয়েছিল এই ফলক।

দুটো ঘর। এক কোণে রান্নার স্টোভ। তাতে সকালের

ফোটানো ঠান্ডা কফি। খাবার কম, হুইস্কির খালি, অর্ধেক আর ভরা বোতলে ছড়াছড়ি। গরুর একটা ঠ্যাং ঝুলছে। সেদিন দুপুরেই কসাই ফিঞ্চের কাছ থেকে ডেলিভারি নিয়েছে এবারডিন। চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো মশলাপাতি।

শোবার ঘরে একটা লোহার ক্যাম্প খাট, একটা লণ্ঠন। জানালার পাশে টেবিলে লেখার সরঞ্জামাদি। সেখানে একটা শেষ না হওয়া চিঠি। ডিউক নামে কাউকে লিখছিলেন তিনি। দেয়ালে একটা ক্রুশ, তাতে নিজের হ্যাট আর শার্ট ঝুলিয়ে দিলেন তিনি।

টেবিলের চিঠিটা তুলে একবার দেখলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে রেখে দিলেন আবার। বুটজোড়া খুলে খাটের মাথায় রাখা একটা মলিন ছবিতে নজর যায় এবারডিনের। ইউনিয়ন আর্মির ইউনিফর্মে, সবাই। সবার হাতে শার্প্স বাফেলো রাইফেল। ছবিতে দুজনের কাঁধে হাত রেখে, হাঁটু গেড়ে বসে আছেন এবারডিন ফিনিগান। ছবিটা ঘুরিয়ে পেছনের লেখাটা দেখেন তিনি।

'প্রিয় কর্নেলকে, এবারডিন শার্প শ্যুটার রেজিমেন্ট। আপনার শিক্ষা, স্নেহ আর আত্মত্যাগের জন্য ধন্যবাদ।'

এক ঝলকের জন্য হাসি ফোটে এবারডিনের মুখে। টেবিলে একটা চিঠির খাম। প্রেরকের ঠিকানা অনেকগুলো কাগজের নিচে চাপা পড়া। শুধু সই দেখা যায়—এফএইচ আলভারেজ। ছবিটা আগের জায়গায় রেখে বিছানায় এলিয়ে পড়েন এবারডিন এ ফিনিগান।

ভোরে, সূর্যের আলো যখন কেবল উঁকি মারতে শুরু করে মরুর বুকে, তখনি ওভারশিয়ারের বাড়ির সামনে এবারডিন

এ ফিনিগানকে দরজা খুলে বের হতে দেখে অভ্যস্ত রোডসের লোকজন। সেদিনও ঘড়ির কাঁটা ধরে কর্নেল হাজির। তবে সেদিন কর্নেল ফিনিগানের গায়ে ধূসর কোটটা গায়েব। বুটজোড়া বরাবরের মতোই ঝকঝকে, শার্ট আর ওয়েস্ট কোট একদম ফিটফাট। কাঁচাপাকা চুল আর দাড়ি পরিপাটি।

'গুড মর্নিং কর্নেল,' জানালা দিয়ে হাঁক ছাড়ে কসাই ফিঞ্চ। 'কাল দুপুরে আপনার ওখানে একটা আস্ত গরুর ঠ্যাং পাঠিয়েছি,' একগাল হেসে বলে লোকটা। ঠোঁটের ওপর ঘেসো গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে।

'টপ ও' দ্য মর্নিন,' সকালে কর্নেলের আইরিশ উচ্চারণ আরও পরিষ্কার। 'ঠ্যাংটা খাসা, বুঝলেন। দেব কত?'

'মাসের শুরুতে যা দিয়েছেন কর্নেল, তা এখনো বাকি আছে।'

আরেকবার মাথা নুইয়ে ফিঞ্চকে অভিবাদন জানান ফিনিগান। টুপিটা মাথায় দিয়ে সামনে এগোন। প্রতি সকালে নির্মাণাধীন রেলস্টেশনের দিকে যান তিনি। সেদিন অন্য রাস্তা ধরলেন। গতরাতের বিরস মুখটা উধাও। যার সাথেই দেখা হচ্ছে, এ কান-ও কান হাসি নিয়ে বলছেন, 'টপ ও'দ্য মর্নিন।'

বাড়ির সামনে কোটটা হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারেট। এবারডিনকে আসতে দেখে মৃদু হাসে মেয়েটা। তারপরেই হাসি মিলিয়ে যায়। ওর বাড়ির সামনে এসে থামেন এবারডিন। চৌকাঠের ঠিক আগে পা থামে। বাড়ির মহিলার অনুমতি ছাড়া ওটা পার হওয়া অভব্যতা।

এবারডিনের কোটটা বাড়িয়ে ধরে মার্গারেট। হাতে নিয়ে

গায়ে চড়াতে থাকেন এবারডিন। রাইফেলটা ধরে মার্গারেট। কোটটা গায়ে দিয়ে একটু হেসে রাইফেল নেবার জন্য হাত বাড়ায় এবারডিন।

‘সামলে রাখার জন্য ধন্যবাদ মিসেস হেনড্রিকসন।’

‘একটু ব্রাশ করতে হয় মাঝে মাঝে,’ অনুযোগের সুরে বলে মার্গারেট। ‘আমার লোকটা তো জীবনে স্যুটই পরে না। ব্রাশটা পড়ে আছে। কাল রাতে একটু ব্রাশ করেছি। সপ্তাহে এক-দুইদিন আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়ো। ব্রাশ করে দেব।’

জবাবে এবারডিন শুধুই হাসে। হ্যাটের কানা ধরে চোখের ওপরে নামায়। স্যুটটা টেনেটুনে ঠিক করে। মনে মনে হয়তো মিসেস হেনড্রিকসনের প্রস্তাবটা ভেবেও দেখছে। রাইফেলটা ফিরিয়ে দিতে তাগাদা দেয় মিসেস হেনড্রিকসনকে।

মার্গারেট হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা দেবার সময় ওর জামার হাতা সরে যায় খানিক। কালশিটে দাগটা কর্নেলের চোখ এড়ায় না। মার্গারেট দ্রুত হাতা টেনে ঢেকে ফেলেছে তা।

‘হেনড্রিকসন কোথায়?’ প্রশ্ন করে এবারডিন। সকালের উচ্ছ্বাস কণ্ঠ থেকে গায়েব।

‘কিচ্ছু হয়নি এবারডিন, বাদ দাও,’ ইতস্তত করে মার্গারেট।

চোখ ছোট করে বোঝার চেষ্টা করে এবারডিন। বাড়ির দরজায় বুট নেই। হেনড্রিকসন বাইরে। গত রাতে মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে টাকা উড়িয়েছে। তার মানে পকেটে পয়সা এসেছে। পকেটে হঠাৎ পয়সা দুটো কারণে হয়, কাজ বাগালে নয়তো...

‘ফলিং স্টার, নাকি হোয়াইট ফোল?’ দু’হাতে মার্গারেটকে শক্ত করে ধরে প্রশ্ন করে এবারডিন।

‘হোয়াইট ফোল। ওখানে নতুন ঘোড়া এসেছে,’ অস্ফুটে জবাব দেয় মার্গারেট।

‘আমেরিকায় এত খালি জায়গা আর তুমি আমার টাউনটাই খুঁজে পেলে ম্যাগি?’ বলে ওকে ছেড়ে দেয় এবারডিন। মরুঝড়ের বেগে রোডসের মোড়ে মিলিয়ে যায় লোকটা। একটু পরে দূর থেকে কর্নেলের বাজখাঁই কণ্ঠ শুনতে পায় মার্গারেট।

‘মিস্টার উইলসন, গালাহাড কোথায়?’

সেদিন সকাল সকাল কর্নেলকে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে রোডসের সবাই। অমন চকচকে কালো আরবঘোড়া শহরে কর্নেল এবারডিন এ ফিনিগানের একার। তবে পেছনে ফেলে যাওয়া ধূলিমেঘের দিকে নজর বোধ হয় স্রেফ মার্গারেট হেনড্রিকসনেরই ছিল।

হোয়াইট ফোল কোরালে মরিস হেনড্রিকসন মেটে রঙের একটা সোরেলে চেপে ঘুরছে। ঘোড়াটা ওকে ফেলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। লম্বা-চওড়া হেনড্রিকসনের বারবার টলে পড়ার উপক্রম। কোরালের বাঁকাচোরা কাঠের বেষ্টনী ঘিরে দাঁড়িয়ে কাউহ্যান্ডরা। হেনড্রিকসন সার্কাসের মহাবিস্ময়কর কর্মকাণ্ডে দুপুরের অলস সময় কাটাচ্ছে। সবার গানবেল্ট, কারো কারো শার্ট কোরালের বেষ্টনীতে ঝুলছে। ব্যারেলের পানিতে ডোবানো বিয়ারের বোতল সবার হাতে, কণ্ঠে তরল হাসি।

'মরিস সাহেব, এবারে ছাড়ো, এটাকে বশ মানানো তোমার কম্মো না,' টিটকারি দেয় এক কাউহ্যান্ড। 'তোমার বউয়ের চুলের রঙে রং, ওকে আর যেই হোক, তুমি পোষ মানাতে পারবে না।'

হাসির দমক আরেক পর্দা চড়ে। ক্ষণিক মনোযোগের ঘাটতি। তাতেই ছিটকে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

গজগজ করতে করতে নিজের গায়ের ধুলো ঝাড়ে মরিস। কাউহ্যান্ডদের টিটকারির কারণ ধরতে বেশিদূর দেখতে হয় না মরিস হেনড্রিকসনের। কোরালের মালিকের তরুণী কন্যা ফেন্সের ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে ঘোড়ার বশ মানা। তবে ঘোড়ার চেয়েও তার নজর বেশি সুদর্শন-সুপুরুষ হেনড্রিকসনে।

'কিছু মনে নিয়ো না মরিস,' এক বোতল বিয়ার বাড়ান ভদ্রলোক, তার মাথার চুল পাতলা। সারা মুখে বলিরেখার ইতিহাস। ভদ্রলোক এই আউটফিটের বস।

'ওসব ব্যাপার না মিস্টার রবার্টস। কপালে অমন ছেনাল বউ পড়লে ছেলেপেলে এসব বলবেই। কপালই খারাপ।'

বিয়ারের বোতলে চুমুক দেয় হেনড্রিকসন। তরুণীর দিকে নজর। সে নজর ধরতে পেরেই যেন আরও লাল হয়ে ওঠে তরুণীর গাল। রুমাল বের করে মুখ মুছতে চায়; দমকা বাতাসে তা চলে আসে কোরালের বেষ্টনীর ভেতর।

রুমালটা তুলে দিতে এগোয় হেনড্রিকসন। খপ করে ওর হাত টেনে ধরেন মিস্টার রবার্টস।

'চাকরিটা বাঁচাতে চাইলে ক্যারোলিন বোমন্ট থেকে দূরে থাকো,' বলেন তিনি। টেনে হাত ছাড়ায় মরিস। 'আর মার্গারেট

তোমার স্ত্রী, ওকে সম্মান করা তোমার কাজ, হোয়াইট ফোলের কাউহ্যান্ডদের নয়।'

'স্রেফ রুমালটা তুলে দেব বস,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলে মরিস। হেঁটে এগোয় রুমালের দিকে। অপেক্ষায় আছে ক্যারোলিন।

'কী মরিস? দম শেষ?' বিশ্রী ইঙ্গিত করে রসিকতা করে হ্যাংলা কাউহ্যান্ড।

'এখনো বলো, পোষ মানাতে পারবে, নাকি কর্নেলকে খবর দেব?' যোগ করে আরেকজন। 'শুনেছি, কর্নেলকে সবাই চড়তে দিতে চায়; ঘোড়া, তোমার বউ—সবাই।'

খ্যাকখ্যাক করে হাসতে থাকে বাকি সব কাউহ্যান্ড। নিশ্চুপ বস রবার্টস। চোখের কোনায় এক ঘোড়সওয়ারকে হাজির হতে দেখেছেন হিচরেইলের কাছে।

কী মনে হতে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে আসে মরিস হেনড্রিকসন। হ্যাংলা কাউহ্যান্ডটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে মুঠি পাকায়।

'কাল রাতে বউকে পোষ মানিয়ে এসেছি, বুঝলে খোকা,' হিসহিস করে মরিস। ছেলেটার নাকের সামনে নিজের মুঠি ঘোরায়। 'সবকিছুতে কর্নেলের দরকার হবে না, আমার দুই হাতই যথেষ্ট।'

ক্যারোলিনের রুমাল তুলে দিয়ে ওর সাথে আড্ডা জমিয়েছে মরিস হেনড্রিকসন। এতই মশগুল, নীল আকাশের দৃশ্যপটে ধূসর স্যুটের কর্নেল যেন দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেছেন।

বুড়ো রবার্টসের চোখে অবশ্য পড়েছে এবারডিন এ ফিনিগানের আগমন। ধূসর হ্যাটের ছায়ায় কর্নেলের চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলছে, প্রতি পদক্ষেপে উড়ছে ধুলো, দাঁতে চেপে রাখা সিগার থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কয়োটের খুনে নজরে মরিস হেনড্রিকসনের প্রতিটা পদক্ষেপ মাপছেন কর্নেল।

'হেনড্রিকসন!'

জান্তব হুংকারটা কানে যেতেই ধড়মড় করে পেছনে তাকায় মরিস। কোরালের বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকছেন কর্নেল। দেখে হাঁচড়ে পাঁচড়ে কাউহ্যান্ডদের আড্ডার দিকে দৌড় লাগায় সে।

'মেয়েদের মারিস হারামজাদা!' গরগর করেন কর্নেল। 'মেয়েদের মেরে নিজেকে মরদ মনে হয় শালা নোংরা শুয়োর।'

মরিস দৌড়ে ব্যারেলের কাছে আসার আগেই ওকে ধরে ফেলেন কর্নেল। সাসপেন্ডারের বেল্ট ধরে টেনে ফেলে দেন মাটিতে।

'ওঠ! হারামজাদা!' নিজের কোট আর হ্যাট খুলে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে গর্জন করেন কর্নেল। হাতা গুটিয়ে দাঁড়ান। 'আমার সাথে লেগে দেখা।'

থু-থু করে মুখে চলে যাওয়া ধুলো ফেলে হেনড্রিকসন। ধীরে ধীরে দাঁড়ায়। চারপাশে তাকায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কর্নেলের ক্রোধের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সাধ করে কেউ ওর সামনে পড়তে চায় না।

'আমার বউ, আমি...' দুর্বিনীতভাবে শুধু বলতে শুরু করেছিল

মরিস। কর্নেল এ ফিনিগান ছুটে এসে ঘুসি কষিয়েছেন চোয়ালে।

চার হাত-পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে হেনড্রিকসন। পাঁজরে বিশাল আঘাত পেয়ে আবার পড়ে যায়। ওর কলার ধরে টেনে দাঁড় করান কর্নেল। হাঁটু দিয়ে পেটে আঘাত করেন। ঝুঁকে পড়ে হেনড্রিকসন। আরেকটা ঘুসি খেয়ে উল্টে পড়ে কোরালের ভেতরে।

হেনড্রিকসনের চোখে পড়ে ওর গানবেল্ট, ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিকে। কোল্ট পিসমেকারটা বের করতে যায়। ক্লিক করে একটা শব্দ। জমে যায় সে।

কর্নেল এবারডিন ফিনিগানের হাতে ঝকঝক করছে তার রিভলভার। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন মডেল থ্রি। রিভলভারটা কক করে তাক করেছেন হেনড্রিকসনের দিকে।

'আমি যুদ্ধে ছিলাম হেনড্রিকসন,' বাম হাতে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলেন কর্নেল।

দু'হাত ওপরে তুলে ধীরে ধীরে সোজা হচ্ছে মরিস হেনড্রিকসন। ডান চোখে নীলাভ একটা কালশিটে। নাক ভেঙে রক্ত ঝরছে।

'আমি নিরস্ত্র স্যার! আমি নিরস্ত্র!'

হেনড্রিকসনের কথায় কোনো মনোযোগ নেই কর্নেলের।

'দুশো কনফেডারেট মেরেছি আমি। মোট দুশো মানুষ মেরেছি আমি হেনড্রিকসন।'

দু'পা এগিয়ে যান কর্নেল। 'তোকে মেরে সেটাকে দুশো এক করতে আমার হাত কাঁপবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলেন

ফিনিগান। 'আজ থেকে মার্গারেটের একদম আদর্শ স্বামী হবেন আপনি মিস্টার হেনড্রিকসন। কাজ শেষে বাড়ি ফিরবেন। অন্য মেয়েমানুষ আর বাজারের মেয়েমানুষের পেছনে টাকা না উড়িয়ে আপনার বউকে একটা গরম কোট কিনে দেবেন।'

হ্যামার নামিয়ে রিভলভার হোলস্টারে চালান করেন কর্নেল এবারডিন এ ফিনিগান।

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছে ক্যারোলিন। হেনড্রিকসনের আঘাতের সেবায় মনোযোগ দিতে চায়।

'আপনি চলে যান কর্নেল। এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাড়াবাড়ি করলে আমি শেরিফের কাছে নালিশ করব।'

ফোঁস করে হেসে ফেলেন কর্নেল। 'চেষ্টা করে দেখতে পারেন। লাভ কিছু হবে না।'

ক্যারোলিন আরও কিছু বলতে মুখ খোলে। ওর কথা ছাপিয়ে শোনা যায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

কোরালের বাইরে দুজন রাইডার ঘোড়া থামায়। ডয়েল ভাইরা। কর্নেল ওদের দেখে খানিক বিরক্ত।

'আমি বলেছি না তোমাদের ট্রেইল ফলো করতে, আমি ধরব পরে,' কোমরে হাত রেখে খেঁকিয়ে ওঠেন ফিনিগান।

'পাঁচটা লাশ পেয়েছি কর্নেল,' বলে বড় ডয়েল। 'হর্স ট্রেডিং পার্টি। ক্যারাভানে মেয়ে ও বাচ্চাদের জামাকাপড় দেখেছি। দুজন মহিলা আজ সকালে টুইন সোরেলে এসেছে। সাথে বাচ্চাকাচ্চা। মনে হয় ওরাই হবে। শেরিফ আপনাকে খোঁজে।'

'রোডসের নাম ডুবলে সর্বনাশ হয়ে যাবে,' বিড়বিড় করেন

কর্নেল। ‘এখনি চলো, ঘোড়াচোরদের রোডসের আশেপাশে ক্যাম্প করতে দেওয়া যাবে না। পসি নিয়ে বেরোতে হবে, এখনি।’

ঘোড়ায় চেপে ডয়েল ভাইদের সাথে বেরিয়ে যান কর্নেল। পেছনে তখনো হেনড্রিকসনের শুশ্রূষা করছে ক্যারোলিন।

সূর্য দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে, লালচে আভা। সে আভার বুকে ধূলিঝড় তুলে শহরে ফেরে তিন অশ্বারোহী। দুজন চলে যায় টুইন সোরেলে। অন্যজন সোজা ঘোড়া হাঁকান শহরের পেছনে একাকী কেবিনে। ঘোড়াটা বাড়ির হিচরেইলেই বাঁধলেন। সকালে দৌড় করাবেন, হাতের কাছেই রাত কাটাক শখের আরবঘোড়া। সান্ধ্য আঁধার নামছে শহরের অলিগলিতে। মলিন আলোতেও বাড়ির সামনে দুই জোড়া পায়ের ছাপ চোখে পড়ে কর্নেল এবারডিন এ ফিনিগানের।

একটা বাহারি জুতো, সামনে চোখা, উঁচু হিল; অন্যটা থ্যাবড়ানো, চওড়া হিল। ঘরের ভেতর থেকে চেনা গন্ধ ভেসে আসছে। চুরুট; তাই যদি হয়, অনাহুত অতিথিদের কর্নেল ভালোই চেনেন।

ঘরে ঢুকে দেখেন, চেয়ারে বসে আছে ভারী শরীরের এক লোক, দুটো ঝকঝকে রেমিংটন রিভলভার তার লেখার টেবিলে। চুরুটের ধোঁয়া লোকটাকে ঘিরে ধরেছে। আবছা আঁধারে কালো খাটো জ্যাকেটের হাতায় রুপোলি সুতার কাজ আর কোমরে বাঁধা লাল স্যাশ চোখে পড়ে। বাহারি চোখা জুতোজোড়া এই

চাপা আলোতেও ঝিলিক দিচ্ছে।

ঢ্যাঙামতো লোকটা স্টোভের ওপরে ঝুঁকে আছে। কফি চড়িয়েছে, শহুরে কফি। রেজিমেন্টের ব্রিগেডিয়ারের কফির শখ ছিল, সেখান থেকেই এ কফি চিনেছে আইরিশ ফিনিগান। চড়া কফির সুবাস পুরো ঘরে। সাথে চুরুটের গন্ধ। বসে থাকা ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়িয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে আলোতে এসেছে। বাহারি স্পেনীয় কেতার দাড়ি আর চুলের ঝুঁটি চোখে পড়ছে এবারে।

'কর্নেল,' লোকটার কণ্ঠ কয়োটের চাপা গর্জনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জবাবে খপ করে জড়িয়ে ধরেন তাকে কর্নেল। কতকাল পরে ছোকরার চেহারা দেখলেন তিনি।

কর্নেলের কানে কানে লোকটা বলে, 'বেবি ফেসকে মেরে ফেলেছে কর্নেল।'

আলিঙ্গন ছেড়ে পুরোনো ছাত্রকে একবার দেখেন ফিনিগান। পাশে ঢ্যাঙার দিকে তাকান। ছেলেটা মাটির দিকে তাকিয়ে।

'এখন যার জীবনের গুরু ফেদেরিকো 'টুয়েল্‌ভ বুলেটস' হুয়ান আলভারেজ...,' কর্নেল ফেদেরিকোর কাছ থেকে সিগার চান। ফেদেরিকো বাড়িয়ে দেয়।

চুরুটে আগুন দিয়ে আবার কথা শুরু করেন ফিনিগান, '...তার মরারই কথা। তোকে কতবার বলেছি, দুটো রিভলভার বাগিয়ে অন্ধের মতো গোলাগুলিতে না ঢুকতে।'

ফেদেরিকো চেয়ারটায় নিজের ভার ছেড়ে দেয়। দু'হাতে মুখ

ঢেকে বসে থাকে।

'শুনছিলাম, তোরা মেক্সিকো গিয়ে সেখানে ম্যাক্সিমিলিয়নদের জমিদারি সরাচ্ছিস?'

ঢ্যাঙা কথা বলে এবার, 'লোভে পড়ে গেছিল ওখানে কেউ কেউ কর্নেল স্যার, পিঠে ছুরি মারছে।'

'আমি আর মারিও মেক্সিকো থেকে পালিয়ে এল পাসোতে উঠলাম,' চেয়ারে এলিয়ে বসে ফেদেরিকো।

'হ্যাঁ, তোমরা তো সব ভন হজেন্সের চেলা। শালা আমার রাইফেলেই গুলি চালানো শিখে সব ভন হজেন্সের দলে নাম লেখালে!'

'সেখানে শুনি বেবি ফেস একটা চিঠি লিখে গেছে। কনফেডারেটদের ওই মেজর, পে রোলের সোনার বিষয়ে। নিউ মেক্সিকোতেই, কাসা দিয়াবলো।'

কর্নেল ফিনিগান চুরুট টানলেন কিছুক্ষণ। মারিও তখন কফি ঢেলে দিয়েছে সবাইকে।

'এই কফিতে হবে না, কড়া মাল লাগবে,' বিড়বিড় করে কাবার্ড থেকে হুইস্কি বের করেন কর্নেল। ফেদেরিকোর মগের কফিতে বেশ খানিকটা ঢালেন। পরে নিজের আর ঢ্যাঙা মারিওর মগেও খানিকটা ঢালেন।

'খা,' ফিনিগান নিজের মগে চুমুক দিয়ে হাত নাড়িয়ে সবাইকে খেতে ইশারা করেন। 'আমার দেশের মানুষ কফি এভাবেই খায়। রক্ত গরম থাকে। খা, খা।'

কয়েক চুমুক কফি, আরেকটা সিগার মুখে দিয়ে আবার

কথা শুরু করে ফেদেরিকো। ঢ্যাঙা মারিও ঘরে ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে। সবার মুখে নেচে বেড়াচ্ছে আলো আর অন্ধকার।

‘ভন হজেন্স এখন মেয়র এল পাসোর...।’

‘জানি, চিঠি পাঠায় আমাকে।’

‘...উনি আমাকে বেবি ফেসের পেছনে পাঠালেন। আমি আর মারিও সামটারে এসে শুনি, হাইডেগার নামে একজন গেছে কাসা দিয়াবলো শহরে।’

‘ছেলেটা শুনলাম পিনকারটনে ভিড়েছে,’ কর্নেল ফেদেরিকোর মগে আরও হুইস্কি ঢালেন। ‘এদের তো কাজে জীবনের ঝুঁকি নেই। গেল কীভাবে?’

‘শুনলাম, দশজনের সাথে একজনের ড্র হয়েছে ওখানে। বেবি ফেস নয়জনকেই খরচ করে দিয়েছে।’

ফেদেরিকোর মাথায় একটা চাঁটি মারেন কর্নেল। ‘দশজনের সাথে নামা—এগুলো তো তোমাকে দেখেই শিখেছে ছোকরা। পিস্তলে ওর হাত চলত, তোমার মতো টিপ ভালো ছিল না কোনোকালেই।’

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দেয় ফেদেরিকো। দুই চোখের কোনায় আঙুল চেপে রেখেছে সে।

‘আমি আর মারিও যাচ্ছি কাসা দিয়াবলো,’ সোজা কর্নেলের দিকে তাকায় ফেদেরিকো। তার চোখ টলটল করছে। ‘কনফেডারেট অফিসার নাকি সেই পে রোলের টাকা মেরে দিয়ে বিশাল কিছু হয়ে গেছে শহরে, চাষিদের পানি বন্ধ করে রেললাইন আনছে, ইন্ডিয়ানদের সরানোর পাঁয়তারা করছে। জশ

এইসব দেখতে গিয়েই ঝামেলায় পড়ল। টুয়েল্‌ভ বুলেটসের ভাইকে গুলি করে কেউ বেঁচে ফেরেনি কর্নেল। এই নামটার মান রাখতে হবে আমার।'

'কাসা দিয়াবলোর মেয়র যদি হয়, লোকটার মাজার জোর অনেক ফিদো।'

'আপনি চলেন কর্নেল।'

'পসি বেরোচ্ছে কালকে দেখিস না?' ফিনিগানের কণ্ঠে সামান্য ঝাঁজ। 'আমারই শহরের আশেপাশে ঘোড়ার ক্যারাভানে খুন হয়েছে, ঘোড়া গেছে। এটার জবাব না দিলে আমার মান থাকে?'

হ্যাটটা মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ফেদেরিকো। কথায় কথায় অন্ধকার জেঁকে বসেছে শহরে। জানালা গলে ভেতরে আসছে তরল আঁধার। ল্যাম্পের কম্পমান আলো সে আঁধার কাটার চেষ্টা করছে। ফেদেরিকোর চোখে গনগন করছে অঙ্গার, 'দরকার হলে আপনাকে একটা টেলিগ্রাম করব কর্নেল ফিনিগান। ভন হজেন্সের দলে নাম লেখালেও আপনাকে আমি বড় ভাই জানি।'

ফেদেরিকোর হ্যাট ঠিক করে দেন কর্নেল ফিনিগান।

'জানি। টেলিগ্রাম করিস। সেই অস্ত্রের চালান এখনো সহিহ্‌-সালামত আছে।'

দরজা ঠেলে জেঁকে বসা অন্ধকারের গহিনে মিশে যায় ফেদেরিকো 'টুয়েল্‌ভ বুলেটস' হুয়ান আলভারেজ আর ঢ্যাঙা মারিও সানচেজ। কিছু পরে মাটির কাঁপুনি আর হ্রেষারবে কর্নেল টের পান, ঘোড়া ছুটিয়েছে তার দুই পুরনো শিষ্য।